দৈনিক সংবাদ

JUN 20 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বাড়াতে মার্কেট!

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়াতে ক্যাম্পাসে অত্যাধুনিক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বহুতল বাণিজ্যিক মার্কেট, বাণিজ্যিকভাবে আধুনিক জিমনেসিয়াম, ফিলিং স্টেশন, সাইবার ক্যাফে ও কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করতে যাচ্ছে। শিগগিরই এসব বাণিজ্যিক অবকাঠামোর নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান জানিয়েছেন।

সোমবার সিনেট অধিবেশনে এসব প্রকল্প পাস হয়। কোষাধ্যক্ষ বলেন, প্রতিবছর যেভাবে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের উৎস ও পরিমাণ বৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এজন্য এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের বিকল্প নেই। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে (ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিপরীতে) একটি ১০ তলা আধুনিক বাণিজ্যিক মার্কেট নির্মাণ করা হবে। এর পঞ্চম তলা পর্যন্ত হবে কেন্দ্রীয় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক শপিং কমপ্লেক্স এবং পরবর্তী ৫ তলায় শিক্ষকদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিং পুলের পাশে একটি আধুনিক জিমনেসিয়াম নির্মাণ করে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এ বিষয়ে আর্থিক সহযোগিতা করবেন বলে অধ্যাপক রাশিদুল হাসান জানিয়েছেন। এ প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় আনুমানিক ১ কোটি ধরা হয়েছে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সুইমিংপুল ব্যবহার করে এ খাত থেকে বছরে ৩ লাখ টাকা আয় করছে।

জ্বালানি তেলের সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পলাশী মোড়ে একটি বাণিজ্যিক ফিলিং স্টেশন নির্মাণ করা হবে। অধ্যাপক রাশিদুল হাসান বলেন, এটি নির্মাণের ফলে জ্বালানি বাবদ খরচ অনেক কমে আসবে, ভালো মানের পেট্রোল পাওয়া যাবে, কর্মচারীদের তেল চুরি বন্ধ করা যাবে আবার ব্যবসাও হবে। এটি নির্মাণের ব্যাপারে জ্বালানি মন্ত্রণালয় অর্থ সহায়তা দেবে বলে জানা গেছে।

এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনে এগিয়ে নিতে টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ার পাশে একটি আধুনিক কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ও সাইবার ক্যাফে নির্মাণ করা হবে। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত এ সেন্টারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। শতাধিক কম্পিউটার নিয়ে এ সেন্টার শিগগিরই চালু হবে। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।